ESDO Gender Policy

Revised on 1st July 2025

Eco-Social Development Organization (ESDO)

Head Office
Collegepara (Gobindanagar)
Thakurgaon-5100
Bangladesh

প্রথম ভাগ

জেন্ডার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

পলিসি পেপারের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার, তা না হলে এর পুরোটাই অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হবে। এটি তখনই বিশেষভাবে প্রয়োজন যখন এমন কিছু ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হয় যা এই পলিসির দিক-নির্দেশনা ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিরোধিতার জন্ম দেয়, নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং যে সমাজ এযাবৎকাল নারীর প্রতি বৈষম্য করে এসেছে সেই সমাজে নারী-পুরুষের সমতার আদর্শের প্রচলন ঘটানোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয় (বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এই সংগঠন ইএসডিও উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য)। জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে তা কর্মচারী ও দলীয় সদস্যদের সঙ্গে সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

জেন্ডারের ধারণা

জেন্ডার শব্দটি মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে নারী ও পরুষ হিসাবে পরিচিত ব্যক্তিস্বত্ত্বার সমাজতাত্ত্বিকভাবে নিরুপিত বৈশিষ্ঠ্যগুলোকে পৃথক করে। জেন্ডার বলতে সেই বিষয়গুলোকে বোঝায় যাতে আমরা কীভাবে চিন্তা করি, কীভাবে অনুভব করি এবং সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত ধারণা অনুযায়ী পুরুষত্ব ও নারীত্বের কারণে এবং নারী ও পরুষের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানের কারণে আমরা কোনটা করতে পারবো এবং কোনটা পারবো না বলে বিশ্বাস করি।

সেক্স ও জেন্ডার

মানুষের সমাজ নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বোঝাতে জেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয়; আর শারীর বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য বোঝাতে সেক্স শব্দটি প্রযোজ্য। ১৯৭০ সালে এই বিষয়টির সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে অ্যান ওকলে বলেন, সেক্সের সম্পর্ক হলো শারীরতত্ত্বের সঙ্গে, অপরদিকে জেন্ডার নারী ও পুরুষকে চিহ্নিত করে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ভিত্তিতে। অন্যভাবে বলতে গেলে জেন্ডার বলতে কেবল নারী ও পুরুষ বোঝায় না বরং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ও সমাজে তারা যে ভূমিকা পালন করে তাকে ও বোঝায়। অপরদিকে সেক্স বলতে নারী ও পুরুষের শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর ক্রিয়া কলাপকেই বোঝানো হয়। সেক্স-নির্ভর ক্রিয়াকলাপের সহজ উদাহরণ হলো নারীর সন্তান জন্মদান ও বুকের দুধ খাওয়ানোর ক্ষমতা এবং পরুষের গর্ভ সঞ্চার করার ক্ষমতা। অপরদিকে শিশুর লালন-পালন একটি জেন্ডার-নির্ধারিত ভূমিকা, যদিও এযাবৎকাল শিশুর সেবাযত্নের কাজটি নারীরাই করে আসছে, কিন্তু বাস্তবে নারী ও পুরুষ উভয়েই এই দায়িত্ব পালন করতে পারে (শারীরিক ও আবেগগত উভয় দিক থেকেই)।

জেন্ডার-নির্ভর ভূমিকা

বিশ্বের সব সংস্কৃতিতেই সেক্সের ভিত্তিতে নারী বা পরুষ হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে বড় করে তোলা হয়। এ ধরনের জেন্ডার নির্ভর ভূমিকা চাপিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে শারীরিক ও সামাজিক পার্থক্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে নারী ও পরুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং জেন্ডার ভিত্তিক শ্রমবিভাজন সৃষ্টি করা হয়। ক্যারোলাইন মোজার এর মতে জেন্ডারের ভিত্তিতে নির্ধারিত ভূমিকাকে চার ধরনের কর্মকান্ডের আওতায় শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারেঃ প্রজনন, উৎপাদন, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় রাজনীতি। প্রতিটি কর্মকান্ডে ব্যক্তিবিশেষের সংশ্লিষ্টতার ধরণ ও ব্যপ্তি থেকেই একটি নির্দিষ্ট স্থান-কালে জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম-বিভাজনের প্রতিফলন ঘটে। নারীকে চারটি ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় (স্থানীয় রাজনীতি, প্রজনন, উৎপাদন, সামাজিক ব্যবস্থাপনা), অথচ পুরুষকে মাত্র দুটি ভূকিকায়, উৎপাদন ও স্থানীয় রাজনীতির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হয়; নারীকে তার কাজের জন্য পুরস্কৃত করার ঘটনা প্রায় বিরল, অথচ পুরুষ তাদের কাজের প্রতিদান হিসাবে প্রায় সবসময়ই কোন ধরনের আর্থিক সুবিধা অথবা সামাজিক মর্যাদা পেয়ে থাকে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

লক্ষ্যঃ

- ইএসডিও'কে একটি পূর্ণাঙ্গ জেন্ডার সংবেদনশীল এনজিও হিসাবে প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্যঃ

- সংস্থার আভ্যান্তরীন পর্যায়ে(ষ্টাফদের মধ্যে) নারীদের জন্য পরিবেশ বান্ধব অবস্থান সুনিশ্চিত করণ।
- জেন্ডার পলিসি পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ
- আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নারী ফোরামের কমিটিসমূহ পূনর্গঠন
- উন্নয়ন সহযোগীদের ও কর্মসূচী সহযোগীদের জন্য জেন্ডার বান্ধব পরিবেশ সুনিশ্চিতকরণ

প্রজনন ভূমিকা

এই ভূমিকার মধ্যে রয়েছে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও পোষ্যদের সেবা করা (অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মশক্তির যত্ন নেয়া)। সাধারণ: এটি হলো নারীর জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতি ও আর্থিক বিনিময়হীন শ্রমের একটি রুপ। অন্য প্রায় সব সমাজে যেমন, বাংলাদেশেও তেমনই নারীরাই পরিবারের কর্মশক্তির জন্য প্রজননের দায়িত্ব পালন করে।

উৎপাদন ভূমিকা

এটি হলো নগদ অর্থ, বস্তুগত বা সেবামূলক বিনিময়ের বিপরীতে সম্পাদিত কাজ; সম্ভাবনাময় বিনিময়মূল্য রয়েছে এমন যে কোন কাজ এর অন্তর্ভূক্ত, সেটি বাজারেই হোক আর ঘরের জন্যই হোক না কেন। পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবেই অর্থের বিনিময়ে এধরনের কাজ করে থাকে, কিন্তু নারীরা যখন নিজের ঘরে (এবং কখনও বাইরে) এ ধরনের কাজ করে তখন সেটিকে প্রজনন সম্পর্কিত দায়িত্ব হিসাবে চালিয়ে দেয়া হয় এবং এর ফলে নারীরা তাদের কাজের বিনিময়ে খুব কম সময়েই কোন ধরণের আর্থিক সুবিধা লাভ করে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা

এই ভূমিকায় যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত তা পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বিনিময় ছাড়াই সামাজিক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়ঃ যেমন, পানি সংগ্রহ, স্বাস্থ্য প্রযত্ন, শিক্ষা ইত্যাদি। লোকেরা তাদের 'অবসর মুহুর্তে' এবং উৎপাদন-সংশি-ষ্ট কর্মকান্ডের পাশাপাশি পারিশ্রমিকবিহীন এসব কাজ হাতে নেয়, যখন নারীরা এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন এটিকে প্রায়শ তাদের প্রজনন-সংশ্লিষ্ট ভূমিকার সম্প্রসারণ হিসাবে দেখা হয়, আর তাই পুরুষেরা করলে যতটা মূল্য দেয়া হয় তার চেয়ে নারীর ক্ষেত্রে কম মূল্য দেয়া হয়।

স্থানীয় রাজনীতি

স্থানীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের বিষয়টি সমাজের স্বার্থে সম্পাদিত একটি পারিশ্রমিকবিহীন কাজ। গ্রাম পর্যায়ের, স্থানীয় বা জাতীয় রাজনীতির কর্মকাঠামোর আওতায় গৃহীত কর্মকান্ড এর আওতাভূক্ত। এই ভূমিকাটিকে (উপরে বর্ণিত ভূমিকাগুলোর চেয়ে মর্যাদার দিক থেকে) অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয় এবং এই ভূমিকা পালনকারীকে সমাজে উন্নততর অবস্থান প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণতঃ নারীর চেয়ে পুরুষেরাই এই ভূমিকা পালন করে থাকে বেশি, কারণ নারীরা প্রজনন, উৎপাদন ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সব ভূমিকা পালন করার পর তাদের হাতে খুব সামান্য সময়ই অবশিষ্ট থাকে, এর এই ভূমিকা পালনের জন্য সামাজিকভাবে যে পুরস্কার পাওয়া যায় নারীদেরকে তার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না।

জেন্ডার সম্পর্কিত চাহিদা

সাধারণ চাহিদার চেয়ে জেন্ডার সম্পর্কিত চাহিদা সম্পূর্ণ পৃথক কারণ এগুলোর উদ্ভব ঘটে জেন্ডার-নির্ভর শ্রম-বিভাজন ও তার ফলশ্রুতিতে সম্পদ প্রাপ্তিতে বাধা এবং ক্ষমতাকেন্দ্রিক অসম সম্পর্ক থেকে। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করায় নারী ও পুরুষের জেন্ডার সম্পর্কিত চাহিদা ও ভিন্ন, যার মধ্যে, মোজার-এর মতে, দুটি প্রকারভেদ রয়েছে যেমনঃ ব্যবহারিক চাহিদা ও কৌশলগত চাহিদা।

জেন্ডার-সম্পর্কিত ব্যবহারিক চাহিদা

জেন্ডার সম্পর্কিত ব্যবহারিক চাহিদা বলতে বোঝানো সেই সব চাহিদাকে যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার-নির্ভর ভূমিকা থেকে উদ্ভুত। এসব চাহিদার মধ্যে রয়েছে মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদাসমূহ, যে মন-স্বাস্থ্য প্রযত্ন, কর্মসংস্থান, পানি ও খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। জেন্ডার-সম্পর্কিত ব্যবহারিক চাহিদাগুলো পুরণ করা হলে নারী ও পুরুষের পক্ষে তাদের অন্যান্য জেন্ডার-নির্ভর ভূমিকা সহজে ও

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

কার্যকরভাবে এবং পরস্পরের ভূমিকাকে কোন রকম চ্যালেঞ্জ না করেই পালন করে যাওয়া সম্ভবপর হয়। ব্যবহারিক চাহিদা সচরাচর স্বল্পমেয়াদী, সহজে চিহ্নিত করা যায়, অনুভবযোগ্য এবং এগুলো যতটা না ভাবাদর্শগত তার ও চেয়ে বেশি বস্তুগত।

জন্ডার-সম্পর্কিত কৌশলগত চাহিদা

কৌশলগত চাহিদার ভিত্তি হলো নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক এবং সেজন্য এটি উভয়ের মধ্যকার ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কের ভেতর বিদ্যমান অসমসম্পর্ককে তুলে ধরে। নারীরা যেসব কৌশলগত জেন্ডার-সম্পর্কিত চাহিদা চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর উদ্ভব ঘটে নিজেদের সমাজে পরুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অধস্তন অবস্থান স্বীকার করা ও এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো, যেমন কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ, সমান মজুরি ও আইনগত সম-অধিকার লাভ। পরুষদের দ্বারা চিহ্নিত কৌশলগত চাহিদার উদ্ভব হয় সেই সব কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখার বিষয়টিকে স্বীকৃতিদান ও চ্যালেঞ্জ জানানো যেখানে পুরুষের অভ্যাসগত ভুমিকা পালনের উপর জোর দেয়া হয় এবং যা নারীদেরকে অধীন করে রাখার বিষয়টিকে চিরস্থায়ী করে রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে; যেমন শিশুর যত্ন। কৌশলগত চাহিদাগুলো বিশেষভাবে পরিপ্রেক্ষিত নিভর এবং ব্যবহারিক চাহিদার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দৃশ্যমান। কৌশলগত চাহিদা পুরণের জন্য প্রয়োজন একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মপ্রয়াস কারণ এটি মানুষের মনোভাব, আদর্শ, অভ্যাস ও ক্ষমতা-কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

পিতৃতন্ত্র কি

পিতৃতন্ত্র অর্থ হল পিতা বা গৃহপিতা'র শাসন এবং মূলত: একটি নির্দিষ্ট ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হতো, একজন প্রবীন পুরুষের একটি বিশাল পরিবার, যেখানে বয়স্ক পুরুষ, নবীন পুরুষ, নারী, শিশু, ক্রীতদাস ও চাকর-বাকর সবাই একজন কর্তৃত্ববান পুরুষের শাসন ও ক্ষমতার অধীনে থাকতো। বর্তমানে এটি সাধারণ অর্থে বোঝায় পরুষের প্রাধান্য ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্ককে যা দিয়ে পুরুষেরা নারীকে অবদমিত করে এবং এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যা দিয়ে নারীদের অধীন করে রাখা হয়। অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্বিশেষে নারীরা দৈনন্দিন জীবনে যে অধীনতার মুখোমুখি হচ্ছে তার অনেক রুপভেদ আছে ঃ বৈষম্য, অবহেলা, অপমান, নিয়ন্ত্রণ, শোষণ, নির্যাতন, যৌন হয়রানি, সহিংসতা ইত্যাদি; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদের অধীনতার এই পুরো চিত্র হয়তো ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা সবখানেই একই; পরিবারে কর্মক্ষেত্রে, সমাজে সর্বত্রই নারীরা নিপীড়িত।

জেন্ডার কেন উন্নয়ন ইস্যু হিসাবে গণ্য

নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার তাদের অংশীদারিত্ব (অথবা অনুপস্থিতি) সম্পর্কে গত কয়েক দশক ধরে নিবিড় গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য নারীদের চাহিদা ও অধিকার সম্পর্কে উপলব্ধি এবং খোদ জেন্ডার-সম্পির্কিত ভুমিকাসমূহ বেড়ে যাওয়ায় এসব ইস্যু বা সমস্যা সুরাহা করার পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। একই সঙ্গে উন্নয়নের জগতে নারী ও নারী বিষয়ক ইস্যুর অবস্থান দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে আজকের সময় পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং আজকের দিনে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুরুষের সম-অংশীদার হিসাবে নারীরা স্বীকৃতি পাচ্ছে। ১৯৪০,৫০ ও ৬০-এর দশক জুড়ে উন্নয়ন সংস্থা, পরিকল্পনাবিদ, ও কর্মচারীরা নারীর অবস্থান ও ভুমিকার বাস্তবতার পরিপোষণ করেন নি। তার পরিবর্তে কথিত চুইয়ে পড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হতো এমন একটি ধারণার উপর ভিত্তি করে যেখানে সমাজের একটি অংশ (পরুষ) উপকৃত হলে তার ফলশ্রুতিতে অপর অংশও (নারী) উপকৃত হবে।

১৯৭০-এর দশক পযন্ত নারীবাদী ইস্যুগুলো পুরুষ কেন্দ্রিক উন্নয়ন তৎপরতার মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেখানে নারীকে দেখা হয়েছে (যদি আদৌ দেখা হয়ে থাকে) রক্ষা করার বা সুপারিশ করার বস্তু হিসাবে, কিন্তু পরামর্শ গ্রহণের আবশ্যকতা থেকে নয় ১৯৭০-এর দশকে, যদিও তখন পযন্ত সবসময় নারীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হোত না, তবুও উন্নয়ন প্রকিয়ায় তাদের মূখ্য অবস্থান অধিকতর ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিশেষ করে জনসংখ্যা, খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইস্যুগুলোতে এই স্বীকৃতি আসে। নারীদেরকে সমাজের দারিদ্র শ্রেনীর মধ্যে সম্পদ (বস্তুগত বা শিক্ষা সম্পর্কিত) বন্টনের কার্যকর প্রবাহ পথ হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এভাবেই নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর দক্ষ করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

জাতিসংঘে জেন্ডার সমতা

জাতিসংঘে সনদে নারী প্রসঙ্গ ১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণার উভয়টিতেই নারী ও পুরুষের সমতার নীতিকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সে সময় এটি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয় নি বরং নারীকে তার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই করার অধিকার দিতে (এখন ও সব দেশে নয়) তখন থেকে আরও ৫০ বছর গেলে গেছে।

১৯৪৯: নারী পাচার ও যৌনকর্মী ও অন্যান্যদের শোষণ নিরোধ সম্পর্কিত সনদ
১৯৫০: সমমানের কাজের জন্য পুরুষ ও নারী শ্রমিককে সমান মজুরি প্রদান
১৯৫২: নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ
১৯৭৯: সিডো নারীর প্রতি বৈষম্য নির্মূল সম্পর্কিত প্রচারভিযান।

জাতিসংঘ নারী দশক

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষনা করে, কথা ছিল এটি হবে নারীদের বছর আর এর লক্ষ্য ছিল নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও তাদের ক্ষমতায়ন। নারী বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। আর ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত সময়াকে নারী দশক হিসাবে ঘোষনা করা হয়। এই দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, অগ্রগতি ও শান্তি। নারী বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেন শহরে। এই সম্মেলনে নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতির পযালোচনা করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের লক্ষ্যসমূহের আওতা সম্প্রসারণ করে এতে আরও তিনটি বিবেচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয় এগুলো হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান। নারীদের নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে এবং এখানে নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়। এতে নারীর প্রতি অসাম্য দুর করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সরকারগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৫সালে বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং ঘোষনা এবং ১২টি বিবেচ্য বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখসহ কর্মতৎপরতার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

নারীর প্রতি অন্যান্য আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার জাতিসংঘের এসব সম্মেলন, ঘোষণা ও পরিকল্পনা ছাড়াও ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ-এর জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা এবং নারীর অগ্রগতি সংক্রান্ত সার্ক দেশসমূহের কর্মসূচি বাংলাদেশকে প্রভাবিত করেছে ১৯৯২ সালে রিওডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রি সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার সম্পর্কিত ভিয়েতনাম ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোয় গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদির সবগুলোতেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে (জনসংখ্যা, পরিবেশ ইত্যাদি) অগ্রগতি অর্জন করতে হলে নারী স্বাধীনতা নিশ্চিত করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নির্মুল সংক্রান্ত কনভেনশন (সিডো)
বাংলাদেশ সরকার সিডোর অনুচ্ছেদ ২,১৩ (ক), ১৬,১(গ) ও (চ) সম্পর্কে আপত্তিসহ ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের সিডো অনুমোদন করে এবং পরবর্তীতে অনুচ্ছেদ ১৩ (ক) ও ১৬,১ (চ) এর উপর থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেয়।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

জেন্ডার-সমতা ও সমদর্শিতা এবং বাংলাদেশের সংবিধানঃ

বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে। এতে নারীর মানবাধিকার এবং জেন্ডার সম্পর্কিত সমতা ও সমদর্শিতা, মৌলিক স্বাধীনতা ইত্যাদি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে ধরা হলোঃ অনুচ্ছেদ ২৭ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। অনুচ্ছেদ ২৮(২) তে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরে নারী পরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। অনুচেছদ ২৮(৩) অনুচেছদে সংবিধান নিশ্চতা দিয়েছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের বিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। অনুচ্ছেদ ২৯(১) নিশ্চয়তা দেয় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) অনুযায়ী জাতীয় সংসদে নারী আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনিক দফতরে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় নীতিমালার উদ্দেশ্য-লক্ষ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের নিশ্চয়তা
- নারীদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানব-সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা নারীদের দারিদ্র্যে নিরসন
- নারীদের দারিদ্র্য নিরসন
- নারী ও মেয়েদের প্রতি সব ধরণের নিপীড়ন ও সহিংসতা নির্মূল করা
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন
- নারীর আশ্রয় ও গৃহায়নের নিশ্চয়তা
- বিধবা, চিরকুমারী, পরিত্যক্তা, নিঃসন্ড়ান নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- নারীর জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

দ্বিতীয় ভাগ
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও): জেন্ডার ও পলিসি

নারীর অগ্রগতি অর্জনে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র লক্ষ্যঃ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন লোকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীর বড় অংশ যেহেতু নারী সেজন্য ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারী অংশগ্রহনকারী (ও তাদের মেয়েদের), নারী কর্মচারীদের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ কর্মীদের স্ত্রীদের কল্যাণের বিষয়ে বিবেচনা করে থাকে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এমন কিছু নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যা সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীদের যতদুর সম্ভব পরিপূর্ন অংশগ্রহন নিশ্চিত করে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) মনে করে সংগঠনের একার পক্ষে বাংলাদেশী সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তন করা সম্বব নয়, আর সেজন্যই সংশ্লিষ্ট ইস্যুর বিষয়ে এবং নারীদেরকে যথাযথ স্থান দেয়া না হলে তাদের চাহিদা পূরন ও তাদের উপর নিপীড়নের অবসান না হলে বাংলাদেশের জন্য যে বিপদ বিদ্যমান সে সম্পর্কে সংগঠনের কর্মচারী, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণকারী, এর সহযোগী সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় সরকার এবং অভিজাত ও সুশীল সমাজকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যঃ

দৃষ্টিভঙ্গিঃ বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের অর্থবহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও জেন্ডার-সক্ষমতা অর্জন এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের জন্য এবং তাদের দ্বারা একটি টেকসই পরিবেশ অর্জন করা।

উদ্দেশ্যঃ ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠনগুলোকে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা ও আস্থা সৃষ্টির সুযোগ করে দেবে এবং সুযোগ-সুবিধা ও সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত সম্পদে তাদের প্রবেশাধিকার লাভের বিষয়গুলোকে এগিয়ে নেবে।

জেন্ডার ইস্যুতে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র উদ্যোগঃ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গত ২২বছরের ইতিহাসের আগাগোড়াই এর বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারী এবং নিজস্ব কর্মচারী উভয় ক্ষেত্রের নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহন করেছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের চাহিদা ও সমতার নিরিখে প্রচলিত ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যক্রম চালানো হয়েছে এবং যতদিন বাংলাদেশ পরিবেশগত দিক থেকে নাজুক অবস্থায় থাকবে ততদিন এই কার্যক্রম ও অব্যাহত থাকবে। প্রথম দিকে গৃহীত উন্নয়ন উদ্যোগের মধ্যে ছিল ১৯৮০ এর দশেকের নারী কর্মকেন্দ্র(অর্থনৈতিক ও প্রশিক্ষণ সহায়তা); ১৯৯০-র দশকের ব্যাপকভিত্তিতে নিয়োগদানের পদক্ষেপ, বিশেষ করে সংগঠনের ব্যবস্থাপনার উচ্চতর ও মাঝারি স্তরের পদগুলোতে, যেখানে নারীর অংশগ্রহন ছিল কম এবং দুর্ভাগ্যজনক যে এখনও সেই অবস্থাই রয়ে গেছে।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এ যোগ দিতে নারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। প্রাথমিক উন্নয়ন উদ্যোগের মধ্যে আরো ছিলো নারীদের বাইসাইকেল ও মোটর সাইকেল চালানোর ব্যাপারে অগ্রনী ভুমিকা পালন, তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় উৎসাহ যোগানো, পরিবারের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষার নারীর গুরুত্বের বিষয়ে জোর দেয়া; ১৯৯০-এর দশকে নারী গ্রাহকদের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ; তাদেরকে আইনগত ও মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষাদান ঃ এবং অতি সাম্প্রতিককালে স্থানীয় রাজনীতিতে ও নিজেদের স্বার্থে সোচ্চার হবার ক্ষেত্রগুলোতে নারীর সংশিষ্টতা বাড়ানোর কাজ এগিয়ে নেয়া।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও উন্নয়ন কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালায় নারীর অবস্থানঃ

বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও পরুষের মধ্যে বিদ্যামান অসম সম্পর্কে কারণে নারীর অধীনতা থেকে উদ্ভুত অধিকতর জটিল ও বহুমুখি চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। নারীর অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সবার জন্য টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে তার কৌশলগত পরিকল্পনার নীতিমালায় নারীর ক্ষমতায়নের উপরে জোর দিয়েছে। যদিও ১৯৮০ ও ৯০'র দশকে খাতওয়ারী কর্মসূচীতে আলাদা নারী বিভাগ ছিল তবু ও জেন্ডার-সমতা অর্জনে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর কখনই কোন বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি ছিল না। অবশ্য বর্তমানে এই লক্ষ্যই সংস্থার সমন্বিত উন্নয়ন প্যাকেজ ও প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর কর্মকান্ডের সকল দিকেই নারীর সুনির্দিষ্ট ইতিহাস, তাদের চাহিদা ও সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

করা হয়েছে। ফল শ্রুতিতে সংগঠনের সাধারন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সুনির্দিষ্ট ইস্যুগুলোর প্রতি (ঘরোয়া চাহিদার পরির্বতে) মনোযোগ দেয়া হচ্ছে এবং যেসব ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষভাবে শোষণের শিকার হতে পারে, যেমন আইনগত অধিকার (বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন, যৌতুক, তালাক, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, শ্রমের নিম্ন মজুরি ইত্যাদি) বিষয়ে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়াও নারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণদান, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও নারীদের জন্য নির্ধারিত ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা লাভের সুযোগ করে দেয়া; সকল স্থরের সিদ্ধান্ত গ্রহন ও সকল কর্মকান্ডে উৎসাহী নারীদের অংশগ্রহন ঃ এবং নারীর জন্য উন্নত শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্য যত্ন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

জেন্ডার পলিসি কী

জেন্ডার পলিসি একটি লিখিত দলিল যা একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর জন্য তার উপকারভোগী ও কর্মচারীদের মধ্যে জেন্ডার-সংবেদনশীল (নারী-পরুষ সম্পর্কের বিষয়ে সংবেদনশীল) পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং নারীদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমঅংশীদার হিসাবে দেখতে উন্নয়ন সহযোগীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিক থেকে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) জেন্ডার ইস্যুতে গৎবাধা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবিচার থেকে উদ্ভুত সমস্যাগুলো সাফল্যের সঙ্গে দুর করার জন্য একটি সুদুর প্রসারী জেন্ডার পলিসির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প সমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়গুলো যাতে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় সে বিষয়ে কর্মচারীদের নির্দেশনা দেয়াই জেন্ডার পলিসির উদ্দেশ্য। দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হলে এই পলিসি ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণকে আরও দৃশ্যমান করবে, একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে এবং বৃহত্তর সমাজে তাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও পরিবেশ উন্নীত করবে। জেন্ডার পলিসির লক্ষ্য নারীর দ্রুত ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর অভ্যন্তরে, এর সেবা উপকারভোগীদের মধ্যে এবং এর কাজের ক্ষেত্রগুলোতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা। জেন্ডার পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে জেন্ডার ইস্যুতে সংবেদনশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর কর্ম পরিবেশ থেকে নারীর প্রতি পক্ষপাত ও বৈষম্য এবং যৌন হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে।

জেন্ডার পলিসির লক্ষ্য-উদেশ্য

প্রাথমিক লক্ষ্যঃ

- সকল কর্মসূচি, প্রকল্প নীতিমালায় একটি জেন্ডার-সচেতন টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগের সমন্বয় সাধন এবং জেন্ডার সমতা ভিত্তিক ফলাফল নিশ্চিত করা।
- অভিন্ন শর্তে কাজ করার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- এই প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার ও জেন্ডার-সংশিষ্ট ইস্যুগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রুপায়ন।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যঃ

- সংগঠন ও কর্মসূচির সকল স্ড়রে নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধে সমতা নিশ্চিত করা।
- এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে জেন্ডার ইস্যুগুলো বিবেচনা করা হবে এবং নারীদের বক্তব্য শোনা হবে।
- এই পলিসি বাস্ড়বায়নের ফলাফল এবং জেন্ডার ইস্যুর প্রেক্ষাপটে কর্মকতা- কর্মচারীদের কর্মতৎপরতায় কী সুফল পাওয়া যাচ্ছে তার মূল্যায়ন করার একটি কৌশল নিশ্চিত করা।
- জেন্ডার সম্পর্কিত এবং উন্নয়ন কৌশল ও উদ্যোগের প্রাতিষ্ঠানিক রুপদান।
- উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনকে এগিয়ে নেয়া।
- নারীর সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সংশিষ্ট সরকারি বা বেসরকারী পর্যায়ের স্থানীয় ও জাতীয় অবকাঠামো সমূহ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অবদান রাখা।
- নারীদের সূনিদিষ্ট চাহিদা ও তাদেরকে ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত ও পশ্চাদপদ করে রাখার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে তাদের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন।
- কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ করে উচ্চতর পদগুলোর অধিকতর সমতাভিত্তিক জেন্ডার ভারসাম্য অর্জন।
- ইএসডিও এর মর্মগত মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

জেন্ডার পলিসি কারা ব্যবহার করবেন

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্মচারীরা তাদের নিজেদের সুবিধা ও কল্যানের জন্য এবং একই সঙ্গে ইএসডিও সকল কর্মএলাকার কাজের আওতাধীন গ্রুপ মেম্বার/সদস্য/উপকারভোগী ও উন্নয়ন সহযোগীরা এই জেন্ডার পলিসি ব্যবহার করবেন।

অভ্যন্তরীন ও বাইরের জন্য কৌশল

জেন্ডার পলিসির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তার সকল কর্মকসূচি ও কর্মশক্তির উপর একটি অভ্যন্তরীণ জেন্ডার অডিট পরিচালনা করবে। নারী গ্রুপের সদস্যদের উপর কর্মসূচির প্রভাব এবং জেন্ডার-নির্ধারিত ভুমিকা, সম্পর্ক ও অস্তিত্ব সম্পর্কে নারী ও পরুষ কর্মচারীদের ধারণা, প্রবণতা ও আচরণগত পরিবর্তন ইত্যাদির মূল্যায়নের মাধ্যমে এই অডিট সম্পাদন করা হবে। এক্ষেত্রে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারী ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারী স্বার্থবিরোধী যে কোন ঘোষণা ও পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানাবে এবং নারীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক বা আবেগগত সহিংসতার অবসানে সক্রিয়ভাবে কর্মরত সংগঠনগুলোকে সমর্থন দেবে। এছাড়াও সংস্থা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠনগুলোকে সমর্থন দেবে এবং জেন্ডার ইস্যুতে অন্যান্য সংগঠনের সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করবে।

পলিসি বাস্তবায়ন কৌশল

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর জেন্ডার পলিসির লক্ষ্যে হলো জেন্ডার-অসাম্যের কারণে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সংগঠনের আওতার ভেতর তুলে ধরা কিন্তু এর অধিকতর গুরুত্বপূর্ন লক্ষ্য হলো সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমতাভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) যা করবে

- ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) জেন্ডারের কারণে সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত একটি সাম্যবাদী কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর কর্মচারী ও গ্রাহকরা নারী ও পুর"ষের প্রথাগত, গৎবাধা ভুমিকা পালন থেকে সরে আসবেন এটাই চায়।
- নারীর জেন্ডার সম্পর্কিত ব্যবহারিক চাহিদা ও তাদের কৌশলগত স্বার্থ রক্ষায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) যথাযথ কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহন করবে।
- বিদ্যমান জেন্ডার-বৈষম্য দুরীকরণের জন্য সাময়িক পদ্ধতি, যেমন ইতিবাচক পদক্ষেপ, গ্রহন করা যেতে পারে, তবে ভারসাম্যহীনতা নির্মূল হবার সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের সাময়িক পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া হবে।

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) যা করবে না

- জেন্ডার-সাম্যের নীতি উপেক্ষা করে অথবা নারীর বর্তমান অবস্থানকে হেয় বা নিচু করতে পারে এমন কোন প্রকল্প ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) বাস্তবায়ন করবে না।
- নারীর সমান অধিকার ও তাদের কাজের স্বাধীনতার ধারণায় বিশ্বাস করে না অথবা শ্রদ্ধাশীল নয় এমন কোন ব্যক্তিকে সংগঠন নিয়োগ দেবে না।
- সংগঠন নারীর কন্ঠস্বর রুদ্ধ করবে না (পুরুষের ও নয়)।
- নারীর প্রতি ইতিবাচক সমর্থনের প্রয়োজনে এর কর্মকান্ড ও উন্নয়ন উদ্যোগের মানের প্রশ্নে কোনরকম ছাড় দেবে না। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারীর উন্নয়ন ও সমকক্ষতা অর্জনের স্বার্থে এর কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অভিযোজন ঘটাতে প্রস্তুত তবে তা করা হবে যদি সংগঠন নিশ্চিত হতে পারে যে এটি নারীদের উপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং সেবাদান কার্যক্রমে কোনরকম দুর্নীতি ঘটবে না।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

তৃতীয় ভাগ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পদক্ষেপ সমূহ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যুতে যে মনোযোগ নিবদ্ধ করে তা এর উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর কর্মকান্ড ও দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারীরা। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তার সকল সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রকল্পের পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে যেসব বিবেচনা করে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয় নারীর অবস্থান, ভুমিকা ও সম্ভাবনাকে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারীদের মাধ্যমেই তাদের পরিবার ও সমাজের সকল সদস্যের জীবনমান লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়াস পায়।
প্রতিটি কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহন বাধ্যতামূলক এবং নারীদের বক্তব্য শ্রবণ ও তাদের চাহিদা পূরণ করা না হলে সেই প্রকল্পে ব্যর্থ বলে গণ্য করা হয়। মূল ধারার উন্নয়ন কর্মকান্ডে (এবং অপ্রধান কাজের ক্ষেত্রেও) নারীদের সংশি-ষ্টতার উপর গুরুত্ব দেয়া ইএসডিও এর জন্য (এবং অন্যান্য এনজিও'র জন্যও) খুব সহজ কাজ ছিল না কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে অটল থেকে কাজ করছি এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে কোন দিন বাংলাদেশের জনগণ অতীতের সেই পুরনো দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাবে যখন নারীদের কোন কথা বলতে দেয়া হোত না।
সংস্থা বর্তমানে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কিংবা জেন্ডার-সাম্য ও নারীর স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাস্ত্তব সম্মত ভাবে যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক এমন পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য নিরসন ঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নারীর অবস্থান নিশ্চিত করা ঃ ইএসডিও এর উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহন; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচি।

নারী ও দারিদ্র্য ঃ

- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির অধীনে নারীরা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণলাভের সুযোগ দেবে এবং এভাবে তাদেরকে আয় সৃষ্টি মূলক কর্মকান্ডে সমর্থন দেবে।
- কেবলমাত্র নারীদেরকে গৃহায়ন ঋণদান এবং বাড়িগুলো নারীদের নামে রেজিষ্ট্রি করার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে তাদেরকে মালিকানা স্বত্ত্ব অর্জন ও পরিবারের সম্পত্তিতে স্থায়ী প্রবেশাধিকার অর্জনে সাহায্য করবে; এ ধরণের ঋণের সম্পূরক হিসাবে উৎপাদনশীল উদ্যোগের জন্য ঋণ দেয়া হবে যাতে তারা আয় সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারে।
- নারীদেরকে বাড়তি সম্পদ সৃষ্টির জন্য তাদের পরিবার ও গ্রুপের সঞ্চয়ের অর্থ যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।
- কাজের ভার ও ব্যয় ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার মাধ্যমে নারীদের উপকারে আসে অথচ তাদের সামর্থের মধ্যে এবং ধরনের নতুন, লাগসই ও অধিকতর সাশ্রয়ী প্রযুক্তি চালু করার ব্যবস্থা সম্মলিত প্রকল্প প্রণয়ন করবে।
- জরুরী ত্রাণ তৎপরতার সময় সমাজের সবচেয়ে অসহায় অংশ নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা পুরণ করবে। এরপর তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পুনবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে নারীদের সংশ্লিষ্টতাকে উৎসাহিত করা হতে পারে।

নারীর অধিকার ও মানবাধিকারঃ

- সকল কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়নকালে এর কৌশলগত পরিকল্পনার পর্যায়েই সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে এর সঙ্গে জেন্ডার সম্পর্কিত পরিপ্রেক্ষিতে একীভূত করে নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে এবং একটি জেন্ডার-লেন্স এর ভেতর দিয়ে সকল প্রস্তাব বাছাই করার বিষয়টিও নিশ্চিত করবে। ইএসডিও-এর পরিকল্পনা, পর্যাবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা প্রতিবেদনে জেন্ডার ইস্যু, জেন্ডার বিষয়ে আলোপাত সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ ও জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কিত উপাত্ত অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
- সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীদের উদ্ধুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মানবাধিকার ও আইন শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। নারীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইন সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করবে। নারী বিদ্বেষী ও মানবাধিকার পরিপন্থী ইসলামী মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। গ্রামের অভিজাত শ্রেণীকে (বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের এই অংশে যে সামান্য সংখ্যক অভিজাত নারী রয়েছেন) তাদেরকে স্থানীয় সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান ও সমর্থন যোগাবে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর গ্রহণযোগ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা দেবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে আইনগত সহায়তা দেবে। নারীর প্রতি সহিংসতা, শিশুদের উপর উৎপীড়ন, নারী পাচার ও অন্যান্য দুস্কর্মের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ্রুপে নারীদেরকে সামাজিক অ্যাকশন কমিটি গঠনে উৎসাহিত করবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

দলীয় সদস্যদের মধ্যে যারা যৌতুক দেয়া-নেয়া থেকে বিরত থাকবে, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন করবে এবং তাদের মেয়েদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেয়া প্রতিহত করবে এবং তাদের চিহ্নিত করে সমর্থন দেবে।

আচরণ বিধিঃ

একটি সংগঠন হিসাবে ইএসডিও দাবি করে কর্মচারীরা এর মুল্যাবোধ ধারণ করবেন এবং এর গ্রাহক ও সহযোগীদের কাছে এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনাম নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক ভাবে গৃহীত আচরণ বিধি অনুসরণ করবেন। জেন্ডার ইস্যুতে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)ঃ

- একটি সাম্যবাদী, খোলামেলা ও অংশগ্রহণমূলক কাজের পরিবেশ তৈরির বিষয়টি উৎসাহিত করবে এবং ভীত প্রদর্শন ও স্থুর করে দেয়ার সংস্কৃতির যে কোন লক্ষণ নিরুৎসাহিত করবে ঃ সভাগুলোতে নারীদের বক্তব্য শোনা হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত বিবেচনা করা হবে।
- কর্মচারীবৃন্দের কর্মদক্ষতার সূচকের একটি উপাদান হিসাবে জেন্ডার-সংবেদনশীলতাকে বিবেচনা করা হবে।
- জেন্ডার সম্পর্কে যেসব সংগঠন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং জেন্ডার-ভিত্তিক ভূমিকার নমানা হিসাবে ব্যবহার করছে সেগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন অফিস ও কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করবে।
- নারীর কাজের স্বীকৃতিদান ও তাদের সাফল্যের প্রশংসা করবে।
- যৌন হয়রানির ঘটনায় যথাযথ শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থাসহ কঠোর নীতি গ্রহণের মাধ্যমে (শারীরিক, মানসিক ও যৌন) হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করবে।
- যৌন হয়রানি ও সংশি-ষ্ট বিষয়গুলো দেখার জন্য একটি জেন্ডার উপদেষ্টা কমিটি বা নারী ফোরাম গঠন করা হবে। কমিটি তদন্ত শেষ হবার আগে পর্যন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ নারীর অনুরোধ তদন্তের পরও যৌন হয়রানির শিকার ও অভিযুক্ত উভয়কে কী ভাবে সুরক্ষা দেয়া যায় সেই বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবন করবে। কমিটি পুরো প্রক্রিয়া চলাকালে পরামর্শ দেবে এবং এ-বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
- এই জেন্ডার পলিসিতে গৃহীত ব্যবস্থাবলীর পরিপন্থি কোন কাজ করলে সংস্থার যে কোন সদস্যকে (পদ ও জ্যেষ্ঠতা নির্বিশেষে) জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

সুশীল সমাজে নারীঃ

- নারীদের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে তাদের সামাজিক কাঠামোর ভেতর যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় যোগদানের জন্য রাতের বেলা নারীদের বাইরে বেরুনোর উপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি চিহ্নিত করবে এবং এগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য কাজ করবে।
- নারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা এবং স্থানীয় রাজনীতিতে ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভুমিকা পালনে তাদেরকে আস্থাশীল করে গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখবে।
- ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারীদেরকে নারীর প্রতি সহিংসতা ও অন্যান্য দুস্কর্ম বন্ধের উদ্দেশ্যে কর্মরত নারী সংগঠনগুলোর প্রতি সক্রিয় সমর্থন দিতে উৎসাহিত করবে।
- নারী-বিদ্বেষী বক্তব্য ও কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর অধিকারের পক্ষে মিত্র পক্ষ তৈরি করবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীঃ

- নারী ও পুরুষদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ইএসডিও-এর দলীয় পরিবারগুলোর নারীদেরকে ভূমি, শিক্ষা, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সম্পদের উপর উভয়ের সমান প্রবেশাধিকার ও স্ব-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের নিজেদের জীবনের উপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করবে। (নারীদেরকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং পুরুষদেরকে একক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করা হবে।)
- ঋণ ও উপার্জিত অর্থের উপর নারীদের কর্তত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পরিবারে ও সমাজে সিদ্ধান্ড়-গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেবে।
- স্থানীয় ক্ষমতা-কাঠামোয় তাদের অংশগ্রহণ জোরদার করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের সম্পদে নিজেদের অংশভাগী করতে নারীদেরকে সমর্থন দেবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণঃ

- জনগণের সঙ্গে সহযোগীসুলভ ও সহযোগীতামূলক আচরণের মাধ্যমে কাজ চালানোর প্রসায় চালাবে যাতে পুরুষের প্রাধান্য-নির্ভর শ্রেনীবিন্যাসিত নেতৃত্বের পদ্ধতিকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নারীরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার প্রতিফলন ঘটবে। সংস্থা সকল স্তরে নারীদের কণ্ঠস্বর শোনা, তাদের অবদানের স্বীকৃতিদান ও সেই অনুযায়ী কাজ করা ও তাদের চাহিদা পূরণের বিষয়েগুলো নিশ্চিত করবে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারীদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের অগ্রাধিকার, চাহিদাসমূহ ও আশু করনীয় সম্পর্কে অংশীদারিত্বমূলক কৌশল ব্যবহার করে নারীদের গ্রুপ ও গ্রুপের নারীদের মতামতের পক্ষে সোচ্চার হবে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) মনে করে এর প্রকল্পগুলোর সাফল্যের জন্য এগুলোতে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ আবশ্যক।
- গ্রুপ গুলোকে নারী সদস্যদের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন ঘটাতে এবং সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহনের হার যেন এর সদস্য সংখ্যার সরাসরি আনুপাতিক হয় তা নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করবে। ইএসডিও নেতৃত্বের ভুমিকা পালন ও দায়িত্ব গ্রহণে আস্থাশীল করে তোলার জন্য নারীদের প্রশিক্ষণ ও সমর্থন দেবে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপিত বিভিন্ন দিবসে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীদের ইতিবাচক ভাবমুর্তি, তাদের অধিকার ও সমাজে তাদের অবদানের বিষয়গুলো তুলে ধরবে।
- স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর কার্যকর ও অবাধ অংশগ্রহণকে সমর্থন দেবে এবং এগিয়ে নেবে।

নারী ও মেয়েদের শিক্ষা ঃ

- আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও স্ব-নির্ভরতা অর্জনের উপায় সন্ধানী এবং আস্থা ও নিজের উপর শ্রদ্ধা অর্জনে প্রয়াসী নারীদের যতটা সম্ভব সমর্থন দেবে।
- বাস্তব সম্মত ক্ষেত্রে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রাসারণ করবে।
- ক্ষমতায়ন সুলভ পরিবেশ, সমান সুযোগ-সুবিধা (ছেলেদের সঙ্গে) ও জেন্ডার-সংবেদনশীল পাঠক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রবেশাধিকার জোরদার করবে।
- বাড়িতে, মাঠ পর্যায়ে এবং ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে গৃহভিত্তিক ও প্রথাগত আয়-সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহ দেবে। এসব ক্ষেত্রে উন্নততর প্রযুক্তি, ঋণদানের ব্যবস্থা ও বিপনন সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কতিপয় নিদিষ্ট কর্মকান্ডে শুধুমাত্র নারী দলগুলোকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ-সহায়তা দেবে বা দিতে পারে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) নারীদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা দেবে।
- পুরুষদের গৃহস্থালী ও একান্ত পারিবারিক কিছু দায়িত্বের (যেমন পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য নিরাপত্তা, শিশুর যত্ন ইত্যাদি) একটি যুক্তিসঙ্গত অংশ নিজেদের কাঁধে নেয়ার এবং নারীদেরকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজস্ব শিক্ষার্জন অথবা আয়-উপার্জনের সুযোগ কাজে লাগোনোর মত সময় দেয়ার জন্য তাদেরকে নীরস একঘেয়ে খাটুনি থেকে রেহাই দিতে উৎসাহিত করবে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পরুষদেরকে এমন কাজ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে যা ঐতিহ্যগতভাবে নারীদের কাজ হিসাবে গণ্য। কম বয়সে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকা, পরিবার পরিকল্পনা ও সংশি-ষ্ট বৈবাহিক জীবনাচরণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব নিতে হলে পুরুষদেরকে এ ধরণের বিষয়গুলোতে, যেমন নারীস্বাস্থ্য, শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।
- ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) উন্নয়ন কর্মসুচিতে অংশগ্রহণকারী নারী ও পরুষ গ্রুপের সদস্য, স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর লোকজন, কর্মকর্তা ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে যত বেশি জনকে সম্ভব জেন্ডার সচেতনতা সম্পর্কিত কোর্স করাবে।

নারী ও স্বাস্থ্য ঃ

- প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং নারীর পুষ্টিজনিত অবস্থার উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাবে।
- যে অসমতার কারণে নারী ও মেয়েরা পরিবারে খাবারের অংশ ও স্বাস্থ্যসেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় এবং যা তাদের সমাজের স্বাধীন ও উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে বেড়ে ওঠার ক্ষমতাকে ক্ষতিগস্ত করে বৃহত্তর পরিসরে বিদ্যমান সেই অসমতা দুরীকরণের লক্ষ্যে একটি জীবন-চক্র ও পরিবার-ভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য উদ্যোগ গ্রহন করবে।
- এইডস ও এইচআইভি এবং ভুগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মতো সমস্যা দেখা দিলে এসব স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নারীদের অবহিত করবে। নারী ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে এমন ক্ষতিকর কর্মকান্ডে ন্যুনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য নারী ও পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্প গ্রহণ করবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon,

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

চতুর্থ ভাগ

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র কর্মচারীদের জন্য পদক্ষেপসমূহ

নারী কর্মচারীরা যাতে তাদের পরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কাজ করে যেতে পারে এমন একটি ক্ষমতায়নের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) যতদিন প্রয়োজন মনে করবে ততদিন পর্যন্ত কর্মচারী নিয়োগ, পোস্টিং ও বদলী, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বস্তুগত সুবিধাবলী, ছুটি ও অব্যাহতিদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি অনুকুল পদক্ষেপ গ্রহণের নীতির প্রতি সক্রিয় সমর্থন দেবে; জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা নারী কর্মচারী উন্নয়ন পলিসি, সকল কর্মচারীর জন্য এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের স্ত্রী বা স্বামীদের জন্য জেন্ডার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং যৌন হয়রানির ঘটনা, নারীদের নানাবিধ শারীরিক প্রয়োজন বিশেষ করে তাদের মাসিক ঋতুস্রাব গর্ভধারন ও প্রসব-উত্তর সময়ের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবে। ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) মনে করে সংগঠনে যথাযথ ও সমান আচরণ নিশ্চিত করতে নারীর অধিকার সমুন্নত করে।

নিয়োগদানঃ

- ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর গন্ডির ভেতর জেন্ডারের ভিত্তিতে কাজের ধরাবাধা নিয়ম নির্মূলের লক্ষ্যে সাধারণভাবে পুরুষের কাজ হিসাবে বিবেচিত চাকরির জন্য নারীদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হবে, যেমন উর্ধতন ব্যবস্থাপনা, হিসাবে বিজ্ঞান, যন্ত্রকৌশলের কাজ এবং একইভাবে পুর“ষদেরকে নারীদের কাজে উৎসাহিত করা হবে। যদিও বাংলাদেশে নারীদের কাজ এখনও পাশ্চাত্যের মতো চিহ্নিত করা হয় নি, তবুও নিম্নতর স্ড়রের শ্রমশক্তিতে, উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, সেক্রেটারিয়েট পদে, বেশী সংখ্যায় নারীদের আগমন ঘটলে এবং পরুষেরা সরে পড়তে থাকলে এটি একটি ইস্যুতে পরিণত হবে। যাহোক, ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এ আইনশিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা, নার্স ও ডাক্তারের পদগুলোতে বরং সেবা গ্রহনকারী নারীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্যও এটি করা হবে।
- আরও যেসব সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে তার মধ্যে রয়েছেঃ
- সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ সদস্য নিয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড গঠন।
- নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে উভয়েই সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হলে পুরুষের চেয়ে নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীরা যাতে নারী প্রার্থীদের নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে উৎসাহিত করেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ-কৌশলের উন্নয়ন সাধন, সাক্ষাৎকারকালে নারী-বিরোধী পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
- মোট কর্মচারীর মধ্যে নারীদের সংখ্যা বর্তমানে ৪৮% শতাংশ এবং ক্রমান্বয়ে তা বাড়িয়ে (২০৩০) সালের মধ্যে ৫০% ভাগে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নারীদের নিয়োগদান। এর মধ্যে মাঝারি ও উচ্চতর পদগুলো অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।
- নারী প্রার্থীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ সংরক্ষিত রাখা।
- উচ্চতর পদে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর ভেতর থেকে যোগদানের ও বাইরে থেকে নারীদের চুক্তভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ দেয়া।

পদোন্নতি, পোস্টিং ও বদলী ঃ

- উর্ধতন পদে অধিকসংখ্যক নারীকে পদোন্নতি দেয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হবে। নারী শিক্ষা ও তাদের চাকরির সুযোগ পুরুষের সমান না হওয়া পর্যন্ত ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সাময়িকভাবে নারী প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করবে।
- পোস্টিং ও বদলীর ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী কর্মীদের জন্য এ বিধান অনুসরণ করা হবে। কেবলমাত্র ক্ষেত্রে ঐ বিধানের ব্যতিক্রম হতে পারে।
- একজন নারী কর্মচারীর পোস্টিং ও বদলীর সময় তার কর্মস্থল ও তার স্বামী/বাবা-মার বাসস্থানের অবস্থান বিবেচনা করা হবে। একইভাবে একজন পুরুষ কর্মচারীর বদলীর ক্ষেত্রে তার স্ত্রী কর্মস্থলের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে। বদলীকৃত কর্মচারী ও তার স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এ কর্মরত হলে তাদের ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

আর্থিক ও অন্যান্য বস্তুগত সুবিধাঃ

- নারী ও পুরুষ কর্মচারীর বেতন, বাড়িভাড়া, ভ্রমনভাতা, ইনক্রিমেন্ট, অবসরকালীণ সুবিধা, হাত খরচ, চিকিৎসা সুবিধা ইত্যাদি সমান সুযোগ পাবেন।
- নারী কর্মীগণ অফিসের যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবেন; উদাহরণ স্বরূপ, নারী কর্মীদের গর্ভধারনের সপ্তম মাস থেকে সন্তানের জন্মদান পর্যন্ত সময়ে মেডিক্যাল চেকআপের জন্য অফিসের যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে (নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে) অগ্রাধিকার থাকবে।

ছুটিঃ

- নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়া অর্জিত ও অসুস্থজনিত ছুটি গ্রহনের নিয়ম ও ভাতার পরিমাণ একই।
- প্রত্যেক নারী কর্মচারী সর্বোচ্চ ১৮০ দিন (সাপ্তহিক ছুটিসহ) পর্যন্ত সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। তবে প্রকল্প পর্যায়ে ডোনার যে ভাবে চাবে সেভাবে দিতে হবে)।
- শুধুমাত্র এক বিবাহে আবদ্ধ পুরুষ কর্মচারীর নিজের সন্তান জন্মের সময় তাকে ৭দিন পর্যন্ত সবেতন পিতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে যদি তিনি ঐ ৭দিন স্ত্রীকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দেন। পিতৃত্বকালীন ছুটি কেবলমাত্র সেই কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার স্ত্রী ও ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্মরত। (পিতৃত্বকালীন ছুটি সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে)।
- পুরো চাকরিজীবন মাত্র দুবার মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

চাকুরিচ্যুতিঃ

- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন কর্মচারীকে সংগঠনের চাকরিবিধির আওতায় চাকুরিচ্যুত করা যাবে।
- কোন পুরুষ কর্মচারী কোন নারী কর্মচারীকে দৈহিক বা মানসিকভাবে লাঞ্ছিত বা ধর্ষণ করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরিচ্যুত করা যাবে।
- যদি কেউ মিথ্যা অভিযোগ করে তাহলে সুপারিশ কৃত একই শাস্তি মিথ্যা অভিযোহকারীর ক্ষেত্রে ও প্রযোজ্য হবে ।
- বহু বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ একই অভিযোগকারীর ক্ষেত্রে সংগঠণের চাকরিবিধির আওতায় চাকুরিচ্যুত করা যাবে ।

ইতিবাচক পদক্ষেপঃ

- সংগঠনের ভেতর নারী কর্মচারীদের অগ্রগতিতে উৎসাহিত করা ও তাদের এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)ঃ
- তত্ত্বধান ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে নারী কর্মচারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও নিজের বক্তব্য দৃঢ়তার সঙ্গে সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপনার দক্ষতা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।
- নারীদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার ধরণের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের মতোই সমানভাবে কার্যকর বলে স্বীকৃতি দেবে।
- যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সঠিক কর্মসূচির উপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে কর্মচারীদের উপলব্ধি জাগিয়ে তুলবে।
- নারী ও পরুষ উভয় কর্মচারীদের নীতি ও প্রকল্প প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশিষ্ট জেন্ডার ইস্যুতে পরামর্শেকের ভূমিকা পালন নিশ্চিত করবে।
- সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যুতে কর্মচারীদের মাধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে জেন্ডার সম্পর্কিত পরিপ্রেক্ষিতের সম্পৃক্ত করবে।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে বেইজিং প-াটফরম ফর অ্যাকশন, সিডো ও সিআরসি এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করবে। ।
- প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগে নারী কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেবে।
- সেমিনার, ওর্য়াকশপ, আলোচনা, নীতি-সম্পর্কিত ব্যাখ্যাদান ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সকল কর্মচারীদের মধ্যে নারী ও জেন্ডার ইস্যু সম্পর্ক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
- কর্মচারীদের পরিবারবর্গ যাতে নারী উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে নিজেরাই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন সেজন্য কর্মচারীদের স্বামী বা স্ত্রীদেরকে জেন্ডার-সচেতনতা বৃদ্ধি ও আইন-শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহনের সুযোগ দেবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

- নারী কর্মচারীদেরকে নতুন নতুন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকবেলার মাধ্যমে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে।
- সকল কর্মচারীদের মধ্যে জেন্ডার-সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা প্রত্যাশা করা হবে।

নারীদের শারীরিক প্রয়োজন ঃ

- নারীদের নানাবিধ শারীরিক প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ঃ
- নারী ও পুরুষ কর্মচারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করবে।
- শুধুমাত্র অবিবাহিত মেয়ে কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করবে।
- মাসিক ঋতুস্রাব, গর্ভধারণ ও সন্ড়ান জন্মদানের পর নারী কর্মচারীদের চলাফেরার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করবে।
- নারী কর্মচারীদের সন্তান জন্মদানের পর ছয় মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য অতিরিক্ত আধাঘন্টার কর্মবিরতি দেয়া হবে।
- গর্ভধারণকাল থেকে সন্তান জন্মদানের পর তিন মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নারী কর্মচারীকে তার কর্মস্থল থেকে অন্যত্র বদলী না করার চেষ্টা করা হবে।
- নারী কর্মচারীর সন্তান জন্মদানের পর চব্বিশ মাস পর্যন্ত বাচচাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য অতিরিক্ত আধাঘন্টার কর্মবিরতি দেওয়া যেতে পারে ।

নারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাঃ

- কার্যক্ষেত্রে, ভ্রমণকালে অথবা বাংলাদেশে একাকী বসবাস করতে গিয়ে নারীরা যে ক্রমবর্ধমান বিপদের মখোমুখি হচ্ছেন তা থেকে নারী কর্মচারীদের রক্ষার জন্য ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) যতদুর সম্ভাব্য ঃ
- নারী কর্মচারীদের রাতের বেলা ভ্রমণ ও কাজ নিরুৎসাহিত করবে বা বিশেষ প্রয়োজনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
- গর্ভধারণ, প্রসবোত্তর ও বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়কালে নারী কর্মচারীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করবে।
- যৌন হয়রানী দুর করবে এবং নারীদের নিজস্ব মতামত তুলে ধরার বপারে সোচ্চার হতে সহায়তা করবে (সোচ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়রানি আরো বাড়তে পারে-এ-বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে)।

যৌন হয়রানি ঃ

যৌন হয়রানি এর আওতায় পড়ে যৌন আবেদনময় যে কোন অবাঞ্ছিত শব্দ বা কাজ, যেমন শারীরিক স্পর্শ, যৌন ইঙ্গিত, যৌন নেতিবাচক উক্তি, পর্ণোগ্রাফি।

যৌন হয়রানির শিকার হলে যা করতে হবেঃ

- কোন কাজ বা শব্দ যৌন হয়রানির পর্যায়ে পড়ে বলে সন্দেহ হলে আপনার সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা জেন্ডার কো-অর্ডিনেটর এর সঙ্গে আলোচনা করুন।
- আপনার সুপারভাইজার বা জেন্ডার কো-অর্ডিনেটরকে জানান।
- আপনার সুপারভাইজারের কাছে (সুপারভাইজার নিজেই যদি হয়রানি করে থাকে তাহলে কোন সিনিয়র অফিসারের কাছে) অথবা জেন্ডার কো-অর্ডিনেটরের কাছে সরাসরি লিখিত অফিযোগ করুন।
- আপনার অভিযোগের ব্যাপারে সহানুভূতি, দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশা করতে পারেন।
- হয়রানির ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযোগ করতে হবে।
- সুপারভাইজার কর্তৃক যৌন হয়রানির মোকাবেলা ঃ
- অভিযোগ সম্পর্কে এবং কোন কর্মচারী যৌন হয়রানির ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাইলে সে বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে আপনার জেন্ডার কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে আলোচনা করা।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের লিখিতভাবে অভিযোগ পেশকরার ব্যাপারে সহায়তা দিন এবং অবিলম্বে অভিযোগের একটি কপি জেন্ডার কো-অর্ডিনেটরের কাছে পাঠান; অহেতুক বিলম্ব করা হলে তা হবে গুরুতর অবহেলা।
- অভিযোগকারীর বিষয়টি গোপনীয়তা, সম্মান ও সহানুভুতির সঙ্গে দেখতে হবে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO

- যথাযথ তদন্তের আগে সংশিষ্ট দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা বা আপোস রফার কোন প্রয়াস চালানো যাবে না।
- তদন্তকাজে ও তার পরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পূর্ণ সহায়তা দিন।

অভিযোগ সাড়া প্রদানঃ

- কর্মএলাকায় ঘটনা ঘটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবগত করা
- জেলা পর্যায়ে সম্ভাব্য যাচাইয়ের পর সত্য বলে প্রতীয়মান হলে ৪৮ঘন্টার মধ্যে তা জেন্ডার ফোকাল পার্সনকে অবগত করা এবং দ্রুত গোপনীয়তার মাধ্যমে যাচাই করা
- ইএসডিও নীতিমালার উর্দ্ধে অপরাধ হলে মানবসম্পদ বিভাগ অথবা নির্বাহী পরিচালকের পরামর্শে প্রচলিত আইনী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

পলিসি বাস্তবায়নঃ

ইএসডিও জেন্ডার পলিসি ৬/০৫/২০০০ এ নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং একই তারিখ থেকে ইএসডিও সকল পর্যায়ে কার্যকর। পলিসিটি বাস্তবায়নের স্বার্থে মূল পলিসি অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন সময়ে তথ্যাদি হালনাগাদ করা করা হয়েছে। (জেন্ডার পলিথি রিভিউ করা হয় ০১.০৪.২০১৭) । উল্লেখ্য যে, সর্বশেষ ০১/০৭/২০২৫ তারিখে পুনরায় হালনাগাদ করা হয়েছে।

Dr. Md. Shahid Uz Zaman
Executive Director
ESDO, Thakurgaon.

MD. SHAFIQUL ISLAM
Chairman
Executive Committee
ESDO